Keeping Children Safe
Setting tough international child safeguarding standards

+44 (0)20 7250 8325
www.keepingchildrensafe.global
CAN Mezzanine
49-51 East Road
London N1 6AH
United Kingdom

শিশুদের সেফগার্ডিং কী?

শিশুদের সেফগার্ডিং হলো সেই দায়িত্ব যার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা এটা নিশ্চিত করে যেন তাদের কর্মী, কার্যক্রম এবং প্রকল্প শিশুদের কোনো ক্ষতি না করে। এতে এটি নিশ্চিত করা হয়, শিশুরা যেন কোনো ক্ষতির ঝুঁকিতে না থাকে বা নির্যাতনের শিকার না হয় এবং শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল উদ্বেগ যেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়।

'কিপিং চিলড্রেন সেইফ' কারা?

কিপিং চিলড্রেন সেইফ-এর উদ্দেশ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যেন সব জায়গার সকল শিশুরা ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। আমরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিশু সুরক্ষা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে সবধরনের সংস্থা, যারা প্রত্যক্ষভাবে শিশুদের সাথে এবং শিশুদের জন্য কাজ করে, তাদের কার্যকরী সেফগার্ডিং ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার অর্থ হলো আমাদের মানদণ্ড এবং পরামর্শ যেন অন্য কোনো সংস্থা বা সরকার ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

আমাদের মূল নীতিমালা কী?

- সকল শিশুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে
- শিশুদের নিরাপদ রাখতে সকলের দায়িত্ব রয়েছে।
- যেসব সংস্থা শিশুদের সাথে কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখে, বা যারা তাদের কাজ ও কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের সেই শিশুদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব রয়েছে।
- যদি কোনো সংস্থা অংশীদারদের সাথে কাজ করে, তাহলে তাদের সেই অংশীদারদের সুরক্ষা বিষয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে।
- শিশুদের সর্বোত্তম উপকারের কথা মাথায় রেখেই শিশুদের সেফগার্ডিংয়ের সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানদণ্ডগুলো কী?

মানদণ্ড ১ নীতি - সংস্থাটি একটি নীতিমালা তৈরি করে, যা বর্ণনা করে যে শিশুদের ক্ষতি রোধ করা এবং সেই ক্ষতির প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য তারা কীভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নীতিমালাটি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে (ইউএনসিআরসি) বর্ণিত শিশুদের নির্যাতন ও শোষণ থেকে রক্ষার অধিকারকে প্রতিফলিত করে।

Keeping Children Safe is a trading name of KCS Coalition, a Company Limited by Guarantee registered in England and Wales.
Company number: 07419561. Charity registration number: 1142328.

• এ নীতিমালাটি সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত এবং সংস্থার সমস্ত কর্মচারী ও সহযোগীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
• এই নীতিমালাটি উপযুক্তভাবে জনসম্মুখে আনা হয়েছে, এবং বিস্তৃত পরিসরে প্রচার ও বিতরণ করা হয়েছে।
• এই নীতিমালাটির বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকবে।

নীতিমালা ২ কর্মী - সংস্থাটি তার কর্মচারী ও সহযোগীদের ওপর সুস্পষ্ট দায়িত্ব ও প্রত্যাশা স্থাপন করে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো বুঝতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে তাদেরকে সহায়তা করে। পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরে কয়েকজন কর্মীকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ভূমিকা ও দায়িত্বসহ "ফোকাল পয়েন্ট" হিসাবে মনোনীত করা হয়।

• চাকরিতে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় পরিষ্কারভাবে শিশুদের সেফগার্ডিংয়ের ব্যাপার উল্লেখ আছে।
• শিশুদের প্রতি বয়স্কদের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত আচরণ এবং শিশুদের অন্যান্য শিশুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে লিখিত নির্দেশিকা রয়েছে।
• অন্য সংস্থার সাথে অংশীদার হিসাবে কমিউনিটি এবং শিশুদের সাথে শিশুদের সেফগার্ডিং নিয়ে কাজ করার নির্দেশিকা থাকবে।

নীতিমালা ৩ পদ্ধতি - সংস্থাটি শিশুদের সেফগার্ডিং পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি শিশু-সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করে, যা পুরো সংস্থা জুড়ে প্রয়োগ করা হয়। • সংস্থাগুলি স্থানীয় ম্যাপিং অনুশীলন পরিচালনা করে, যা আইনি, সামাজিক কল্যাণ এবং শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে।

• শিশুদের সেফগার্ডিং ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রশমন কৌশলগুলি সমস্ত স্তরে বিদ্যমান ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
• শিশুদের সেফগার্ডিং ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলির (কৌশলগত পরিকল্পনা, বাজেট, নিয়োগ, প্রোগ্রাম চক্র ব্যবস্থাপনা, কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনা, কেনাকাটা, অংশীদার চুক্তি এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি) সাথে একীভূত করা হয়।
• একটি স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত ঘটনা ও উদ্বেগের জন্য প্রতিবেদন এবং প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়।

নীতিমালা ৪ জবাবদিহিতা - সংস্থাটি তাদের সেফগার্ডিং পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে।

• শিশুদের সেফগার্ডিং নীতিমালা এবং পদ্ধতির বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা হয়।

• অগ্রগতি, কর্মদক্ষতা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের কাছে (ব্যবস্থাপনা ফোরাম এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বহিরাগত বা স্বাধীন সংস্থা) প্রতিবেদন করা হয় এবং সংস্থাগুলির বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

• বাস্তব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো নীতিমালা পর্যালোচনা এবং শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে জানানো হয়।

• নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলি নিয়মিত ব্যবধানে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রতি তিন বছরে একবার কোনো বহিরাগত মূল্যায়ককারী/অডিটর দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।